প্রথম আলো

তারিখ 17 APR 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষায় নিয়োগ ও বদলিতে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে

- অধিদপ্তর ও বোর্ডে বিতর্কিতরা নিয়োগ পাচ্ছেন
- শিক্ষকতার চেয়ে পরিদর্শক হতে আগ্রহ বেশি
- নিয়োগ-বদলির তদবির না করতে পরিপত্র জারি

শরিফুজ্জামান ●

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক নোমানুর রশীদ ও তাঁর সহকর্মী মো. কুদরতউল্লাহর বিরুদ্ধে ২০০০ সালের ৬ এপ্রিল বরিশালের কোতোয়ালি থানায় দণ্ডবিধির ৪১৭, ৪১৯ ও ৪২০ ধারায় মামলা হয়েছিল। মামলায় (নং—১১, জিআর ১৬৩, ৬/৪/০০) তাঁদের বিরুদ্ধে শিক্ষপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে গিয়ে মিথ্যা পরিচয় দেওয়াসহ আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ আনা হয়। তবে পুলিশ অভিযোগপত্র দেয় শুধু কুদরতউল্লাহর নামে। মামলাটির সর্বশেষ অবস্থা জানা না গেলেও কুদরতউল্লাহ এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরে (ডিআইএ) কর্মরত।

দেশের প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীর বদলি, পদোন্নতি, নিয়োগ, বেতন-ভাতাসহ বিভিন্ন কাজের দেখভাল করে শিক্ষা অধিদপ্তর। সদ্য নিয়োগ পাওয়া নোমানুর রশীদ তাঁর মূল ব্যক্তি। শুধু নোমানুর রশীদের নিয়োগই নয়, শিক্ষা বিভাগের সাম্প্রতিক নিয়োগ, বদলি ও পদায়নের বেলায় তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

গত বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) নোমানুর রশীদকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মোস্তফা কামালউদ্দিনকে। এর পরপরই ওই আদেশ পাল্টে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নোমানুর রশীদকে ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক ও মোস্তফা কামালউদ্দিনকে এনসিটিবির চেয়ারম্যান নিয়োগ করে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, মোস্তফা কামালউদ্দিন জাতীয়করণকৃত শিক্ষক হওয়ায় বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি তাঁর বিষয়ে আপত্তি তোলে এবং শিক্ষা ক্যাডার থেকে যোগ্য কাউকে মহাপরিচালক পদে নিয়োগ দেওয়ার দাবি জানায়। কিন্তু শিক্ষা ক্যাডার থেকে অভিযুক্ত একজনকে ওই দায়িত্ব দেওয়ায় সমিতি বিপাকে পড়ে যায়।

বরিশাল কোতোয়ালি থানা পুলিশের সূত্র জানায়, ঘটনার দিন স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে যাওয়া নোমানুর রশীদ শহরের হক ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে অন্যের নামে একটি কক্ষ বরাদ্দ নিয়েছিলেন। মামলার অভিযোগে বলা হয়, তিনি সেখানে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের ডেকে পাঠান এবং তাঁরা টাকা নিয়ে ওই কক্ষে যান। পুলিশ বিষয়টি জেনে সেখানে হানা দেয়।

জানা গেছে, সে সময় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের স্থানীয় কয়েকজন নেতা নোমানুর রশীদের পক্ষে অবস্থান নেন। বরিশাল মহানগর আওয়ামী লীগের নেতা ও নবনিযুক্ত বিশেষ সরকারি কৌঁসুলি আলিমউদ্দিন শহীদ ওই মামলা পরিচালনাকারীদের একজন। গতকাল *প্রথম আলোকে* তিনি বলেন, 'আমরা কয়েকজন আদালতে ওনার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলাম। পুলিশও অভিযোগপত্রে তাঁর নাম রাখেনি।'

নোমানুর রশীদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ওই ঘটনা ছিল পরিকল্পিত। আমাকে ফাঁদে ফেলার জন্য স্থানীয় একটি চক্র ওই কাজ করেছিল।' তিনি আরও বলেন, 'আমি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করি। এ কারণে কেউ কেউ আমার ভালো চায় না। তারা আমার পেছনে লেগেছে।' ঘটনার বিবরণ জানতে চাইলে ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক বলেন, 'এত দিন পর ওই বিষয়ে আর নতুন করে কিছু বলতে চাই না।'

বরিশাল কোতোয়ালি জোনের সহকারী পুলিশ সুপার হায়াতুল ইসলাম বলেন, থানায় যে তথ্য আছে তাতে দেখা যায়, একজন উপপরিদর্শকের দায়ের করা মামলায় দুজন আসামি ছিলেন। তদন্ত শেষে একজনের নামে অভিযোগপত্র দিয়েছিলেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

এনসিটিবির নিয়োগ-বদলি: এনসিটিবির চেয়ারম্যান মো. মহির উদ্দিনকে ওএসডি করার পর শিক্ষা অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক খান হাবিবুর রহমানকে ২৩ ফেব্রুয়ারি এনসিটিবির চেয়ারম্যান করা হয়। মাত্র পাঁচ সপ্তাহের ব্যবধানে খান হাবিবুর রহমানকে রাজধানীর একটি কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে বদলি করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় খান হাবিবুর রহমানকে মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে দুইবার তাঁর ফাইল ফেরত আসে। এরপর তিনি ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৯৯ সালে বরিশাল বিএম কলেজে থাকাকালে খান হাবিবুর রহমান অপ্রীতিকর ঘটনার মুখে পড়েছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে ছাত্রদলের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার অভিযোগ তুলে ছাত্রলীগ ভাঙচুর চালিয়েছিল।

এক যাত্রায় দুই ফল: এ বছর মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই-সংকটের জন্য মূল দায়দায়িত্ব এনসিটিবির

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪